R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ১১ই ডিসেম্বর, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

অস্বাভাবিক কোর্ট ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের স্বার্থে জঙ্গিপুর বারের আইনজীবীরাও লাগাতার আন্দোলনে সামিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : আইনজীবীদের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা বা মত বিনিময় না করে রাজ্য সরকার এক অর্ডিন্যান্স আরোপ করে সম্প্রতি হঠাৎ বিভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট ফি অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেয়।

১০০ থেকে ১৯০০ শতাংশ পর্যন্ত কোর্ট ফি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এইভাবে—

মামলার মূল্য / বিষয় (টাকায়)	কোর্ট ফি (টাকায়) আগে ছিল	বর্তমানে	বৃদ্ধির হার
৯০০—১০০০	১১২	৪০০	২৫৭%
৫০০০—৬০০০	৪৮৭	২৪০০	৩৯২%
২,০০,০০০	৩২৬২	১৬০৯০	৩৯২%
বিবাহ বিচ্ছেদ	৫	১০০	১৯০০%
হাইকোর্টে ২২৬ ধারায় রিট আবেদন	১০০	২০০	১০০%
একক বেঞ্চে আপিল	২০০	৪০০	১০০%
প্রবেট ও সাকসেশন কোর্ট ফি	১০,০০০	৫০,০০০	৪০০%

কোর্ট ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য বার কাউন্সিলের আহ্বানে গত ১৩ নভেম্বর থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে আইনজীবীরা লাগাতার কর্মবিরতি আন্দোলনে নেমেছেন। প্রথম পর্যায়ে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার নির্দেশ থাকলেও পরবর্ত্তীতে সেটা ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে সরকার আসতে পারেনি। গত ৯ ডিসেম্বর বিধানসভা অধিবেশনে কোর্ট ফি কিছু রদবদল হলেও সেটা আইনজীবীদের কাছে আশাব্যঞ্জক নয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আইনজীবীদের কর্মবিরতি চলবে বলে রাজ্য বার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ঈদের নমাজের পর মুহূর্তে পাথর-বোমা-গুলিতে রক্তাক্ত মাদ্রাসা চত্বর—দু'জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের মদনা গ্রামে গত ৬ ডিসেম্বর পবিত্র ঈদে নমাজ পড়ার কিছু পরেই দু' পক্ষের সংঘর্ষে পাথর ও বোমার আঘাতে কয়েকজন জখম হয়। দু' রাউন্ড গুলিও চলে। জানা যায়, সরকারী অনুমোদন ছাড়াই ঐ গ্রামে প্রায় দশ বছর ধরে একটি মাদ্রাসা চালু আছে। ঐ মাদ্রাসা পরিচালনায় সম্প্রতি নতুন কমিটি দায়িত্ব পেলেও বিগত কমিটি আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব নতুন কমিটির কাছে পেশ করেনি। উপরন্তু নতুন কমিটিকে গোপন রেখে আগামী ২৫ ডিসেম্বর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক জালসা অনুষ্ঠিত হবে বলে নতুন কমিটির সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্টের নামে হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে বিলি শুরু করে দেয় ও বেশ কিছু টাকা চাঁদাও তোলে। ঘটনার দিন ঈদের নমাজ শেষে মাদ্রাসার হিসাবপত্র নিয়ে প্রাক্তন এবং বর্তমান পরিচালন সমিতির সদস্য সমর্থকদের মধ্যে বচসা শুরু হয় এবং সেটা শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে চলে আসে। মাদ্রাসা সংলগ্ন ফাঁকা মাঠে দু' পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে ইট, পাথর, বোমা ছোড়া শুরু হয়ে যায়। এতে উভয় পক্ষের কয়েকজন জখম হয়। গন্ডগোল থামাতে মাদ্রাসার পূর্বতন কমিটির সদস্য লুৎফল হক দু' রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরেও লালুপ্রসাদের ঢঙে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরেও লালুপ্রসাদের মেয়ের বিয়ের ঢঙে গত ৯ ডিসেম্বর মাত্রাতিরিক্ত আড়ম্বরে আর একটি বিয়ে হয়ে গেল। বিহারে পাটনা শহরের সরকারী কার্যালয়ের মতো জঙ্গিপুরের সরকারী অফিস ও তার পুরো চত্বর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীর গলির রাস্তায় সাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ রাখা হয়। কয়েকদিন থেকে লোডসেডিং এর রাতে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জেনারেটর চালিয়ে প্যান্ডেল তৈরীর কাজ চলে। বিয়ের রাতে ভি আই পি ছাড়া অন্য কারো প্রবেশের অগ্রাধিকার ছিল না এটা জানাতেই প্রবেশ পথে মোটা লাঠি হাতে উর্দি পরা দারোয়ান রাখা হয়। বাহ্যাড়ম্বরের আতিশয্যে জঙ্গিপুরের অন্য কয়েকটি বিয়ের জৌলুষ সেদিন ম্লান হয়ে যায়। কলকাতায় ছাপানো আকাশছোঁয়া দামের নিমন্ত্রণপত্রে প্রথমেই গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর করজোড়ে ছবি। এরপর বিয়ের দিন বরযাত্রীদের প্রত্যেককে নাকি পৃথক তোয়ালে দিয়ে খাতির করা হয়। অতিথি আপ্যায়নের মেনু কার্ডটি নিমন্ত্রিতদের নজর কাড়ে। একটি রিং এর মধ্যে মেনু কার্ডের প্রথম দিকে পাত্র পাত্রীর পরিচিতি। পরে সামান্য আয়োজনের তালিকা—ফিস ফিঙ্গার, চানা মশালা, থেকে সরষে পাবদা, মটন মশালা, সরপুরিয়া, কাজুর বরফি, ক্ষীরদই, মিনারেল ওয়াটারের বোতল কোন কিছুরই কমতি ছিল না। এতক্ষণ যাকে নিয়ে এত কথা এত জল্পনা তিনি কোন মন্ত্রী বা শিল্পপতি বা রাজনৈতিক নেতা—কেউই নন। জঙ্গিপুর সেচ (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নম:

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ ঈদোত্তর পর্বে ॥

সারা ইসলামী দুনিয়ায় গত শুক্রবার ঈদ উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসব আনন্দের উৎসব; যে আনন্দ মানুষ নিজে পাইবে এবং অপরকে দান করিবে। বস্তুত ইহা অপরকে আনন্দ দান করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করিবার এক অতি সুমহ অনুষ্ঠান। এই জন্য প্রয়োজন সকলকে আপন করিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি। ভাবিতে হইবে 'কেহ নহে নহে দূর'। আর্যঋষির 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' যে উদাত্ত আহ্বান, তাহা সকলকে আপনবোধেই উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আহ্বান। কবি গাহিলেন—'শুনহ মানুষ ভাই,/সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই।' ইহাও ত সর্বমানবে প্রেমদানের কথা!

'ফিতর' এর অর্থ দান। 'ঈদ-উল-ফিতর'—ইহার অর্থ দানের আনন্দ। কী দান? প্রেম-ভালবাসা দান এবং তাহা সকলকেই। ধনী-নির্ধন, পাপী-তাপী, ধার্মিক-অধার্মিক, সর্বশ্রেণীর মানুষকে সৌভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা প্রদান করিয়া আনন্দ দিতে হইবে। তাহার দ্বারা দাতা ও গ্রহীতা - উভয়েই খুশিতে ভরপুর হইবে। এই দিনটি আনন্দ উৎসবের, সকলকে বুকে টানিয়া প্রীতি বিনিময়ের হইলেও সার্বজনীন ও সর্বজনীন অদ্যাপি হয় নাই। এখনও স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়া সুন্নির মধ্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা অব্যাহত গতিতে চলে। 'ফিতর' বা দান—দরিদ্রদিগকে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দান এখন বিনয়-মমতাপূত নহে। এক আল্লাহ্‌তায়লা ছাড়া অন্য সকলেই তাঁহার বান্দা—এই বোধ খুব কম পরিলক্ষিত হয়। কট্টর মৌলবাদিতা ইসলাম ধর্মের মূল সুরকে অনেকাংশে বিনষ্ট করিতেছে। অবশ্য সকল ধর্মের মধ্যে মৌলবাদিতা উক্ত ধর্মসমূহকে মলিন করিয়া দিতেছে। সাধারণ মানুষের মনে পাপের ভয় থাকায় প্রতিবাদের স্বর কঠোর ও একমুখী হয় না; তাহার ফলে স্বার্থসিদ্ধি সহজেই সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীরা পৃথিবী-ব্যাপী শান্তিকামী মানুষের শান্তি কাড়িয়া লইতেছে; নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাইতেছে; আর তৎসঙ্গে রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূর্ণ করিতেছে। শক্তিধর উন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ না দেখিলে প্রতিকারের জন্য অগ্রণী ভূমিকা লইতেছে না; মুখের স্তোকবাক্যে কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে।

ঈদোত্তর পর্বে সকলের শুভ হউক এই আন্তরিক শুভ কামনা সর্বধর্মের মানুষের প্রতি সকল ধর্মের মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রয়াস বিজ্ঞাপিত হউক—এই কামনা করিতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পোলিওর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

পোলিও একটি মারাত্মক ব্যাধি। লিকলিকে পা, বাঁকানো হাত, পোলিও রোগে পঙ্গু শিশু ও তরুণদের হামেশাই আমরা দেখতে পাই। বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশই পোলিও রোগের প্রতিষেধক পালস পোলিও ডোজ শূন্য থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের খাওয়ানোর ফলে সে সব দেশ হতে পোলিও দূর হয়ে গেছে। গরীব দেশগুলির নিরন্তর প্রচেষ্টায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্য সচেতনতা তৈরী করতে পারায় পোলিও মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশ ভারতে গুটি কয়েক প্রদেশের চিহ্নিত কয়েকটি জেলা থেকে পোলিও এখনও নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। আরও দুঃখের কথা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহে যে তিনটি জেলায় এখনও পোলিও আক্রান্ত শিশুদের পাওয়া যাচ্ছে এবং পোলিও কর্মসূচীতে বাধা আসছে তাদের ৯৯ ভাগই অশিক্ষা ও অজ্ঞতা থেকে। শিশুদের পালস পোলিও খাওয়াতে জেলার স্বাস্থ্য কর্মী থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী, ডাক্তাররাও হিমসিম খাচ্ছেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা জানান, গ্রাম নয়, খোদ পৌর এলাকাগুলিতেই শিশুদের পোলিও ডোজ খাওয়াতে গলদ ঘর্ম হতে হচ্ছে। কেন অভিভাবকেরা পোলিও রোগ মুক্তির অভিযান থেকে দূরে সরে রইলেন? এর পশ্চাতে বেশ কিছু উত্তর উঠে এসেছে। প্রথমতঃ - জনচেতনা সৃষ্টির জন্য তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এলাকা ভিত্তিক সমাজ কর্মী শিক্ষক সরকারী (কর্মচারী,) কর্মজীবী, ব্যবসিক, ক্লাব-প্রতিনিধি, সর্দার, মৌলভীসাহেব, কোয়াক ডাক্তার ও শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ—যে সমস্ত তরুণ ও তরুণীদের জন-চেতনার কাজে এবং পোলিও ডোজ খাওয়ানোয় অংশ নিতে বলা হয়েছিল, তাদের সারাদিন পরিশ্রম করার পর পারিশ্রমিক দেওয়া হয় মাত্র ২৫ টাকা। বিড়ি বেঁধে এ অঞ্চলের অনেকেই এর থেকে বেশী উপার্জন করে। ফলে গুরুত্বের সঙ্গে ক্যাম্পেন চলে নি। তৃতীয়ত—পোলিও ওষুধ খাওয়ানোর প্রচার চলে জারি ও পল্লী গীতির মাধ্যমে, মূলতঃ এতে পরিবার পরিকল্পনার কথাই প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে আসে শিশুদের পোলিও খাওয়ানোর কথা। ফলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, যে, পোলিও ডোজ সন্তান উৎপাদনের প্রতিবন্ধক। ডাক্তার ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পালস পোলিওতে ক্ষতিকারক কোন প্রভাব ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই ডোজ বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহের অভিভাবকেরা এগিয়ে এসে পালস পোলিও প্রকল্পে অংশ নিন। জন্ম অর্থাৎ শূন্য থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের অঙ্গহানী ও পঙ্গুত্ব থেকে বাঁচাবার কর্মসূচীতে সক্রিয় ভূমিকা সফল করুন। এটা হলে ছোট দেশকেও অভিযোগ করতে হবে না, পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে পোলিও রোগ আবার তাদের দেশে ঢুকে পড়তে পারে।

মোঃ ইকবাল হোসেন
মহম্মদপুর (মুর্শিদাবাদ)

২

অন্নদাশঙ্কর প্রসঙ্গে

মহাশয়, আপনার পত্রিকার ২০-১১-০২ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত স্বাধীনবাবুর লেখা অন্নদাশঙ্কর রায় প্রসঙ্গে জানাই যে, শ্রীরায় দ্বিতীয়বার I. C. S. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দু' বছর বিলেতে পড়াশোনা করে দেশে ফেরেন। তিনি জয়েন্ট নয়, অ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন মুর্শিদাবাদে। পরে অন্যত্র এস, ডি, ও, এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হ'ন। বিলেতে থাকাকালীন মিসেস্ লীলা রায় ওরফে অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্ণডরফ এর সাথে তাঁর কোন পরিচয় হয়নি। 'সেই সময় অন্নদাশঙ্কর রায় পত্নী যিনি পরে লীলা রায় নামধারণ করেছিলেন, এসেছিলেন বহরমপুরে প্রাক্ বিবাহ রোমান্সের টানে।' এই কথায় জানা যায় অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্ণডরফ ওরফে লীলা রায় ভারতীয় সঙ্গীত শেখার জন্য আমেরিকা থেকে কলকাতা আসেন। পরিচিতির একখানা চিঠি নিয়ে তিনি বহরমপুরে অন্নদাশঙ্করের কাছে যান। এটা তাঁদের মামুলি পরিচয়। তারপর রাঁচিতে আদিবাসীদের জীবন সঙ্গীত দেখতে দেখতে দু'জনের পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা হয়। পরবর্তীতে অন্নদাশঙ্কর রায় বহরমপুর থেকে রাঁচি গিয়ে লীলা রায়কে রেজেষ্ট্রী-ম্যারেজ করে ব্রিটিশ সাবজেক্ট করে নেন।

নুরুল হক
সুজাপুর (রঘুনাথগঞ্জ)

নলিনীকান্ত সরকার ও তাঁর কাঞ্চনতলার কাপ

—ধূর্জ'টি বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নলিনীকান্তের মায়ের রচনা শক্তি ছিল। মুখে মুখে কবিতা রচনা করতে পারতেন কিন্তু তা লিখতেন না। তবে তাঁকে তাঁর লেখা ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। সে প্রসঙ্গে তাঁর জবানীতে শুনি ঃ এই দেশাত্মবোধের পরিবেশের মধ্যে একদিন একাগ্রচিত্তে চিন্তা করতে করতে একথা সেকথা লিখতে লিখতে দু' চার লাইন কবিতা লেখা হয়ে গেল। ছুটে গেলাম মায়ের কাছে। ....মা আমার কবিতার লাইন ক'টি পড়ে খুবই উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, 'ভালো হয়েছে। আরো লেখ না?' এমনি করেই তারপর থেকে তাঁর লেখা চলতে থাকে। সে সময় বড়দের বৈঠক বসতো আর সেই বৈঠকে থাকতেন—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, প্রধান শিক্ষক কালীপদ মিশ্র, ডাক্তার রাধারমণ সিংহ আরও একজন থাকতেন—তিনি সে সময়ের নিমতিতা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদার। সেখানে আলোচনার বিষয় ছিল নানা কিছু। নলিনীকান্তও সেই বৈঠকে যেতেন। একবার তাঁকে ক্ষীরোদবাবু জিজ্ঞেস করেন—'তুমি তো কবিতা লিখে থাকো, গল্প প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করো না কেন? তাঁর লেখা একটি হাস্য রসাত্মক কবিতা সেই বৈঠকের অন্যতম সদস্য রাধারমণ বাবু সেই সময়ের সাহিত্য পত্রিকা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। সময় হবে ১৩২৬ সাল। ছদ্মনামে লিখেছিলেন—নিবিড়ানন্দ নকল নবীশ। লেখাটার নাম—সাহিত্য সংস্কার। ১৯১৩ সালে বর্দ্ধমানে প্রচন্ড বন্যা হয়। দামোদর ক্ষেপে ওঠে। বন্যার তান্ডব মারাত্মক। অভূতপূর্ব। সমাজসেবীরা সেবাকার্য চালাচ্ছে বনার্তদের। তাদের সাহায্যের জন্য তিনিও এগিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্দ্ধমানের বন্যা নিয়ে কয়েকখানা গান লিখে অর্থ সাহায্য সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েন। বাউলের সুরে সাধারণের বোধগম্য ছিল সে গান। নানা জায়গায় ঘুরেছিলেন সেদিন—হিলোড়া-জগতাই-নিমতিতা-রাঢ়দেশ। তারপর জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ। সে সময়ের একটা ঘটনা—জঙ্গিপুরে এসে একটি ষ্টীমারের পাটাতনে কাপড় বিছিয়ে বন্যার গান ধরলেন। ষ্টীমারের আরোহীরা সেখানে এসে গান শুনে যে যেমন পারল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। সেখানে যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানীর লোক। তিনি আর্টিষ্ট সংগ্রহ করেন। তিনি নলিনীকান্তের গান শুনে গ্রামোফোনে রেকর্ডিং করার সুযোগ করে দেন। নলিনীকান্ত সরকার কীর্ত'ন, বাউল, রামপ্রসাদী, প্রাচীন গান, হাসির গান গাইতেন। শতদল গোস্বামী তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ আমাদের জীবনে হাসি বড় দুর্ল'ভ। বাঙালীর গোমড়া মুখে সেই হাসি ফুটিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার দুই মহান রসিক—দাদাঠাকুর-নলিনীকান্ত। অদ্বিতীয় হাস্যরসিক দাদাঠাকুরের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন নলিনীকান্ত। শোনা যায় দিলীপকুমার রায়ের পরামর্শে' হাসির গানকে পেশা রূপে নিয়েছিলেন নলিনীকান্ত। নলিনীকান্তর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। শুধু গান গাইতে পারতেন তাই নয়। তবে হাসির গানে ছিলেন প্রথিতযশা। তিনি ছিলেন 'স্বদেশী অগ্নিযুগের গুপ্তকর্মী, বিজলী পত্রিকার সম্পাদক, বেতার জগৎ পত্রিকার সম্পাদক, কবি, গল্প লেখক, সঙ্গীত শিক্ষক, ধাঁধা বিশারদ, ব্যঙ্গ নিপুণ, হাস্য রসিক, দাদাঠাকুরের জীবনীকার, নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সর্বোপরি একজন পরিহাসপ্রিয় আড্ডাবাজ রসিক চূড়ামণি।' তাঁর জীবন ছিল নানা বৈচিত্র্যে ভরা। বেশ কয়েকখানি বই লিখেছেন তিনি। 'কাঞ্চনতলার কাপ' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই। আকারে সেটা ছোট। নলিনীকান্ত এই কবিতার বইখানিকে বলেছেন ছড়ার বই। তাঁর কথায় ঃ 'আমি আমাদের দেশি গ্রাম্য ভাষায় ছড়ার আকারে এই খেলার বিবরণ লিখতাম হাস্যরসাত্মকভঙ্গীতে।' শতদল গোস্বামী বলেছেন ঃ 'এটা (কাঞ্চনতলার কাপ) মালদহের গম্ভীরা গানের অনুকরণে লেখা।'

(চলবে)

গ্রামীণ মেলায় মানুষের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী থানার মহেশাইল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নূতন পারুলিয়া গ্রামে গত ১৮ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর এক ধর্মীয় মেলায় আশপাশ গ্রামের বহু মানুষের সমাগম হয়। বিভিন্ন দোকান পাট, পুতুল নাচ, সার্কাস ছাড়াও পদাবলী কীর্ত'ন, বাউল, তর্জা, কবিগান মেলার আকর্ষণ বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়। জন-সমাগম সামলাতে মেলা কমিটিকে হিমসিম খেতে হয়। মেলা কমিটির সাথে সহযোগিতা করে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের একটি দল। তারা মেলায় ঘুরে অসুস্থ মেলা যাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু রাখেন। এদের মধ্যে ডাঃ দীনেশ চৌধুরী, ডাঃ মীর সওকত আলি, ডাঃ অজিতকুমার সাহা, ডাঃ নারায়ণ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ফাইটিং বেসিক ট্রেনিং কোর্স চালু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৪ নভেম্বর ধুলিয়ান পুর হলে ভারতীয় রেডক্রস মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের বহরমপুর ডি-২ ডিভিশনের সহযোগিতায় ১৫ দিনের ফায়ার ফাইটিং বেসিক ট্রেনিং কোর্স এর সূচনা করেন ধুলিয়ানের পুরপতি সওদাগর আলি। সভায় উপস্থিত ছিলেন সুতীর বিধায়ক জানে আলম মিঞা, সামসেরগঞ্জের বিডিও সুশীল প্রামাণিক। জেলা রেডক্রস সমিতির সভাপতি সালাম বিশ্বাস প্রমুখ।

স্মল সেভিংস এজেন্টদের টাকা কেটে নিয়েও রসিদ দিচ্ছে না পোষ্ট অফিস

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি স্মল সেভিংস-এজেন্টেদের কাছ থেকে শতকরা ১০% টি ডি এস এবং ৫% সারচার্জ কাটা শুরু করলেও পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট এর জন্য তাদের কোন রসিদ দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। ইনকাম ট্যাক্সের আওতাভুক্ত এজেন্টদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টারের বক্তব্য, আমাদের একাউন্টস্ লেজারে এর উল্লেখ থাকছে। প্রয়োজনে লিখিত দেয়া হবে ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় ২০০১—২০০২ সালের আরনিং সার্টিফিকেটও এজেন্টদের এখন পর্যন্ত দেয়া হয়নি। বার বার তাগিদ দিয়েও তাঁরা ব্যর্থ হচ্ছেন।

।। জায়গা বিক্রী ।।

১) উমরপুর-মুরারই রাস্তার পিচরোড লাগোয়া ৫½ শতক ফাঁকা জমি। ২) বাণীপুরে মোড়াম রাস্তা লাগোয়া গ্রামের মধ্যে ৮ শতক ফাঁকা জমি। ৩) গোপালনগরে (গারোলীপাড়া) পিচ রাস্তার ধারে ৭ শতক ফাঁকা জমি বিক্রী আছে। যোগাযোগ—

রাজারাম মুদ্রা

জঙ্গিপুর সাহেববাজার ঃঃ ফোন—২৬৪২২১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যায় যে, বাণীপুর শিব ও দুর্গা মন্দির সংলগ্ন খালি জায়গা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ সত্বর মন্দির কমিটির সভাপতি প্রকাশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শিশির পাণ্ডে, সম্পাদক

তাং ৯/১১/০২ মন্দির কমিটি।

সাধারণ যাত্রীদের ওপর ফেরী মাঝিদের জুলুম দেখেও পুরসভা চুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর সদর ফেরীঘাটে ফেরীওয়ালাদের আচরণ সাধারণের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সব ক্ষেত্রেই বেশী পয়সা দিতে বাধ্য হচ্ছেন যাত্রী সাধারণ। নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী নৌকায় যাত্রী ও সাইকেল চাপিয়েও এরা খুশি না। নিজেদের পাওনার বেশী আদায় করার জন্য অনেক মাঝি অসম্মানজনক কথা এমনকি অমানবিক আচরণও করছে। গত ঈদের দিন বেলা দশটার সময় জনৈক মাঝি নারায়ণ হালদার এক মুমূর্ষু রোগীকে ভ্যান সমেত পার করে রিজার্ভ বলে দশ টাকা আদায় করে। সাধারণ মানুষের সুখ সুবিধা দেখার কিছুটা দায়িত্ব ইজারাদারের। কিন্তু তারা গুমটিতে বসে পয়সা আদায় ছাড়া অন্যদিকে চোখ দেয় না। এক্ষেত্রে পুরসভার কোন নিয়ন্ত্রণ আছে বলেও মনে হয় না। তারা ফেরী মাঝিদের লাইসেন্স দিয়েই খালাস।

লাগাতার আন্দোলনে সামিল (১ম পৃষ্ঠার পর)

বার কাউন্সলের নির্দেশ ও আন্দোলনের ধারা মতো পর্যায়ক্রমে মিছিল, পথসভা, কোর্টে অবস্থান, জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে এখানে শেষ হয়েছে। জঙ্গিপুর বারের প্রায় ২০০ শো আইনজীবী ও তাঁদের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১৫০ জন ল' ক্লার্ক এই কর্মবিরতি আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এখানে গণতান্ত্রিক আইনজীবী সঙ্ঘের ৩৫ থেকে ৪০ জন সদস্য নিয়ে জঙ্গিপুর শাখার সম্পাদক নবকুমার চৌধুরী ও সভাপতি মুক্তা ঘোষাল এখন পর্যন্ত জঙ্গিপুর বারের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিচ্ছেন বলে এক সাক্ষাতকারে মুক্তা ঘোষাল আমাদের জানান। অন্য এক সাক্ষাতকারে জঙ্গিপুর বারের সম্পাদক দিলীপ সিংহ জানান এখানে সি পি এম প্রভাবিত কয়েকজন আইনজীবী কর্মবিরতি আন্দোলন থেকে সরে এসে কাজে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমার কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানান। কিন্তু আন্দোলনকারী আইনজীবীদের প্রভাবে সে ইচ্ছা তাঁদের কার্যকরী হয়নি। বর্তমানে আইনজীবীদের দীর্ঘ কর্মবিরতির ফলে বহু বিচার প্রার্থী জামিন না পেয়ে জেলে বন্দী। চাপ সামলাতে না পেরে জঙ্গিপুর সাব জেলের বহু আসামীকে বহরমপুর পাঠানো হয়েছে। বহু স্থগিতাদেশ আটকে আছে। মানুষের হয়রানি বাড়ছে। শুধু মাত্র আইনজীবী বিহীন ২৯০ ধারার কেসগুলো বিচারক জরিমানা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। এছাড়া সবগুলো কোর্টের নিযুক্ত বিচারক, কর্মী বা পুলিশ কোর্টের লোকজন সব বেকার হয়ে পড়েছেন। এর সঙ্গে জঙ্গিপুরের তিনটি নোটারী কার্যালয়ও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে। জঙ্গিপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসেও আইনজীবীরা দলিল রেজিষ্ট্রি কাজে বিরত আছেন। কোর্ট চত্বরে রুজি রোজগারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি পরিবারও আজ অনাহারের মুখে। উল্লেখ্য, আইনজীবীদের টানা পঁচাশি দিন কর্মবিরতির চাপে তামিলনাড়ু সরকারও সম্প্রতি বর্দ্ধিত কোর্ট ফি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

দপ্তরের একজন মামুলি কর্মী এবং জঙ্গিপুর ইউনিটের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সেক্রেটারী। নাম অসীম সমাদ্দার। এই কর্মতৎপর মানুষটি নেতা হবার সুবাদে দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর এখানেই রয়ে গেছেন। বাড়ীও কিনেছেন। জঙ্গিপুরের অধিবাসী না হলেও স্থানীয় অনেকের থেকে বেশী ক্ষমতার অধিকারী। যোগ্যতা না থাকলেও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। শুধু তাই নয়—ক্ষমতার আস্ফালনে তিনি নির্দ্বিধায় স্কুল পরিচালিকাকে দাপটের সঙ্গে স্কুল থেকে বার করে দিতে পারেন। মেয়েকে বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম না করার জন্য শিক্ষিকাদের লাল চোখও দেখান। আবার স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনেও অসীমবাবুই শেষ কথা বলেন। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের কোন্ অলৌকিক ক্ষমতায় আজ অসীম সমাদ্দারের এত বারবাড়ন্ত—জঙ্গিপুরের মানুষ আজ না হলেও আগামী কাল তা জানতে চাইবে।

রক্তাক্ত মাদ্রাসা চত্বর—দু জন গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

খবর পেয়ে সুতী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। এদিকে সুতী-২ এর বি, ডি, ও ; এস, ডি, ও ; এস, ডি, পি, ও ; সি, আই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ঘটনাস্থল থেকে পূর্বতন কমিটির প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান কমিটির সম্পাদককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গন্ডগোল মেটাতে গ্রামের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানালে ঐ দিন সন্ধ্যেয় দু' পক্ষকে সুতী থানায় ডাকা হয়। গ্রামে পুলিশ পিকেট বসে। পুরো মদনা গ্রাম পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে পড়ে।

একটি আবেদন

২০০২ সাল জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষ। এই বর্ষটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের জন্য আগামী ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর এই পাঁচদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ১ ঘটিকায় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। সকলের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ছাড়া এই অনুষ্ঠান কখনই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। এর জন্য যেমন বিপুল কর্মপ্রয়াসের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিপুল অর্থের। এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য আপনাদের সকলের সান্তর সহানুভূতি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বিনীত—

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

মহঃ ফরহাদ আলি
ও
কেতকীকুমার পাল
যুগ্ম-সম্পাদক

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
(০৯-১১-২০০২)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত

সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খন্ড)

দাম ঃ প্রতি খন্ড ১০০.০০, দুই খন্ড একত্রে ১৪০.০০ (ডাক খরচ পৃথক) প্রাপ্তিস্থান ঃ দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (৭৪২২২৫)
ফোন ঃ এস টি ডি ০৩৪৮৩/২৬৬২২৮ (প্রেস) ২৬৭২২৮ (বাড়ী)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।